

উচ্চ মাধ্যমিকের সব বইয়ের দাম বাড়ছে

মুস্তাক আহমদ

তিন বছরের মাথায় আবারও উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যবইয়ের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকাশকদের দাবির মুখে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) দাম বাড়ানোর লক্ষ্যে বাজার যাচাই শুরু করেছে। শিগগিরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, বইয়ের দাম বাড়ানো হলে শিক্ষার্থীদের অন্তত সোয়া ৩শ' কোটি টাকা বেশি খরচ হবে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা বুধবার যুগান্তরকে বলেন, প্রকাশকদের কাছ থেকে আমরা দাবিসংবলিত আবেদন পেয়েছি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এনসিটিবির কস্টিং কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছি। বাজার যাচাই করে তারা প্রতিবেদন দিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এনসিটিবি সূত্র জানিয়েছে, বইয়ের দাম বৃদ্ধিও পক্ষে প্রকাশকরা কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন। এরমধ্যে তিন বছর আগের তুলনায় কাগজ, কালিসহ মুদ্রণ উপকরণের দাম, শ্রমিকদের মজুরি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেছেন। এনসিটিবির শীর্ষ কর্মকর্তারাও প্রকাশকদের এসব যুক্তি ইতিবাচকই দেখছেন। যে কারণে বইয়ের দাম বৃদ্ধির পক্ষে তারা। প্রকাশকরা আগের তুলনায় ৪০ শতাংশ দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কত টাকা বাড়ানো হবে তা নির্ধারণের প্রক্রিয়া চলছে।

২৭ লাখ শিক্ষার্থীর
বাড়তি খরচ হবে
সোয়া ৩শ' কোটি
টাকা

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির (বাপুস) সভাপতি আলমগীর সিকদার লেটিন বইয়ের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে ১০ মে এনসিটিবিকে চিঠি দেন। এতে বলা হয়, 'তিন বছর আগে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র বই অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। তখন এসব বইয়ের দাম কম নির্ধারণ করা হয়েছিল। এতে প্রকাশকরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন। তবুও প্রকাশকরা জাতির স্বার্থে বইগুলো বাজারজাত করেন। সময়ের পক্রিয়ায় জীবনযাত্রার মান বিবেচনা করে এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কারণে সব

বায় বৃদ্ধির ফলে বর্তমান মূল্যে বই প্রকাশ ও বাজারজাতকরণ দুরূহ হয়ে পড়বে। বাপুস পরিচালক এবং পৃথিবিলয় প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্যামল পাল যুগান্তরকে বলেন, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আমরা প্রতিটি বইয়ের দাম ৪০ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এনসিটিবি অনুমোদন দিলে বর্ধিত দামসহ বই ছেপে বাজারে ছাড়ব। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট পাঠ্যবই আছে ৩৩ বিষয়ের। এরমধ্যে ৩০ বিষয়ের বই বেসরকারি প্রকাশকরা নিজেদের লেখক দিয়ে লিখে এনসিটিবি থেকে অনুমোদন নেয়। এনসিটিবি এসব বইয়ের দামও নির্ধারণ করে দেয়। এরপর এসব বই প্রকাশকরা

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

উচ্চ মাধ্যমিকের সব বইয়ের দাম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাজারজাত করে। এখন এই ৩০টি বইয়েরই দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ বছর এসএসসি পাস করেছে ১৪ লাখ ৭৩ হাজার ৫৯৪ শিক্ষার্থী— যারা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবে। এছাড়া গত বছর একাদশে ভর্তি হয়েছে ১২ লাখের বেশি, যারা এখন দ্বিতীয় বর্ষে উঠবে। সেই হিসাবে ৩০টি বিষয়ের মোট ৬০টি বইয়ের ক্ষেত্রে অন্তত ২৭ লাখ শিক্ষার্থী। যদি প্রতিটি বইয়ের দাম গড়ে ৪০ টাকা করেও বাড়ানো হয়, তাহলে এ খাতে অন্তত সোয়া ৩শ' কোটি টাকা বেশি আদায় হবে। এসব টাকা ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে যাবে প্রকাশকদের পকেটে। শুধু বেসরকারি খাতের বই-ই নয়, এনসিটিবির তত্ত্বাবধানে থাকা বইয়ের দাম বাড়ানোর কূটকৌশলও চলছে। এ তিনটি বই হচ্ছে— বাংলা সাহিত্য, বাংলা সহপাঠ এবং ইংরেজি প্রথমপত্র। এসব বইয়ের মুদ্রণ ও বাজারজাত কাজ দিতে টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। ২৫ মে শেষ দিন টেন্ডার-বস্ত্র খুঁড়ে দেখা যায়, মাত্র ১টি সিডিউল জমা পড়েছে। অথচ ২০টি লটার জন্য ১১৩টি সিডিউল বিক্রি হয়েছিল। ওই দিন এনসিটিবির কর্মকর্তা এবং কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দুই কারণে টেন্ডারে সারা মিলেনি। একটি হচ্ছে— আগের বছরের তুলনায় বইয়ের রয়্যালটি, পারফরমেন্স গ্যারান্টি এবং বিটমানির হার বাড়ানো

হয়েছে। কিন্তু বইয়ের দাম বাড়ানো হয়নি। অর্থাৎ, এই তিন বইয়ের ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে দাম বাড়ানোর চাপ সৃষ্টি করেছেন প্রকাশক ও মুদ্রাকররা। অথচ দু'বছর আগেও এ তিন বইয়ের দাম বাড়ানো হয়েছিল।

২০১৪ সালের জুনের আগে বাংলা বইয়ের দাম ছিল ৪৫ টাকা। এটা ১২৬ শতাংশ দাম বাড়িয়ে রাখা হয়েছে ১০২ টাকা। ইংরেজি বইয়ের দাম ছিল ৬৮ টাকা, যা বাড়িয়ে ৯০ টাকা করা হয়। বাংলা সহপাঠের মূল্য ৪৭ টাকা। এটির দাম আগে কম ছিল। এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ তিন বইয়ের বাজারজাত কার্যক্রম ২০১৪ সালের আগে সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বাজারজাতে নানা জটিলতা ও লোকসানের কারণে ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষ থেকে অফারিং পদ্ধতিতে (ছেপে বাজারজাত করার জন্য বেসরকারি প্রকাশকদের আহ্বান জানিয়ে চুক্তি করা) ১৫ প্রকাশকের মাধ্যমে বাজারজাত করছে। এখন যদি দাম বাড়ানো না হয়, তাহলে নকল বইয়ে বাজার সয়লাব হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার রাজস্ব হারাবে। এভাবে এ তিন বইয়ের ক্ষেত্রে এনসিটিবি জিম্মি দশায় পড়েছে।

এ বিষয়ে এনসিটিবি চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, বাংলা, ইংরেজি ও বাংলা সহপাঠের বিষয়ে একটি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা টেন্ডারে সাড়া পাইনি। তাই এখন অফারিং পদ্ধতিতে বাজারজাতের চিন্তাভাবনা আছে।